

Rs. 2.00

মূল্য : ২ টাকা

PRABINBARTA

প্রবীণবর্তা

MONTHLY

মাসিক

Vol : VI Issue : X, 15th January, 2018 পৌষ, ১৪২৪, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র স্বাগত
স্বামী বিবেকানন্দ



আবির্ভাব-১২.০১.১৮৬৩
তিরোধান-০৪.০৭.১৯০২



কমঃ হরিদাশ মালাকার ও কমঃ বিমল চ্যাটার্জী স্মরণে
স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখছেন ডাঃ ফুয়াদ হালিম

কিভাবে স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইলাম
ভগিনীর নিবেদিতা

ইংরেজ পরিবারে আমার জন্ম এবং সেই সামাজিক সংস্কারের মধ্যেই আমি লালিত পালিত হইয়াছি। আমার আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্যান্য ইংরেজ বালিকাগণের মতোই আমারও শিক্ষা চলিতে থাকে। তাই স্বভাবতই খ্রীষ্টান ধর্মের মূল নীতিগুলি বাল্যকাল হইতেই আমার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে ধর্মের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আমার স্বভাবজাত হইয়া উঠে। বালক যীশুর চরণে একান্তমনে আমার পূজা নিবেদন চলিতে থাকে। তিনি মানবের জন্য স্বেচ্ছায় যে-আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা যতই অবগত হইতে থাকি, ততই আমি তাঁহাকে সমস্ত অন্তর

দিয়া ভালবাসিতে উদ্বুদ্ধ হই। তাঁহার প্রতি এত ভক্তি সত্ত্বেও আমার মনে হইত, মানবসমাজের মুক্তির জন্য এই মহাপ্রাণ যেভাবে পবিত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের পূজা তাঁহার সেই চরম ত্যাগের তুলনায় অতি সামান্য উপাচার নয় কি?

কিন্তু আমার যখন বয়স প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল, তখন হইতেই আমার মনে খ্রীষ্টীয় 'সত্য' সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে লাগিল। তখন হইতে পরবর্তী সাতটি বৎসর আমার মন সংশয়ের দোলায় দুলিতে থাকে। আমার মন তীব্র অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে থাকিলেও সর্বদাই সত্যের সন্ধানে আকুল হইয়া উঠিল।

আমি গীর্জায় যাওয়া একরূপ বন্ধই করিলাম। তাহা সত্ত্বেও অশান্ত চিন্তে শান্তি পাইবার আশায় কখনো কখনো অকস্মাৎ গীর্জায় উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ

দিতাম। পূর্বের মতো মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাতে ঐরূপ করিতাম। কারণ দেখিতাম, আমার আশেপাশে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারা তো বেশ আছেন। কিন্তু হয়। আমার মনে শান্তি কোথায়? আর কোথায়ই বা মনের এই অশান্ত অবস্থার বিরতি? আমার বিক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা তখন সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সাত বৎসরের সংশয়-অবস্থায় আমার কখনো, কখনো মনে হইত যে, যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি, তবে আমি যে-সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য আজ এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তাহা হয়তো পাইব। সেই হেতু একাগ্রচিত্তে পৃথিবীর এবং অন্যান্য বস্তু নিচয়ের সৃষ্টি-রহস্য বুঝিবার জন্য চর্চা আরম্ভ করিলাম। ধীরে ধীরে আমার নিকট প্রতিভাত হইল যে, প্রকৃতির বিধানের মধ্যে অন্ততপক্ষে আর কিছু না থাকুক, একটা সামঞ্জস্য আছে। এই ভাবটি মনে যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই মনে মনে বুঝিলাম, খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে।

ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে বুদ্ধদেবের একখানি জীবনচরিত আমার হস্তগত হয় উহা পাঠ করিয়া আমি অবগত হইলাম যে, খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে এই যে-শিশুর জন্ম হইয়াছিল, তাহার আত্মত্যাগ অন্যান্য মহাপুরুষের তুলনায় কম নয়।

বালক বুদ্ধের কাহিনী দৃঢ়ভাবে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। ইহার পরবর্তী তিনটি বৎসর আমি নিবিষ্ট চিত্তে বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে লাগিলাম। আমার ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হইল যে, ভগবান বুদ্ধদেব মানবের মুক্তির জন্য যে-নির্বানের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টধর্মের প্রচারিত ব্যাখ্যা হইতে অধিকার সত্যানুসারী।

আমার ধর্মবিশ্বাসের গতি এখন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইবার সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় আপনাদের ভাইসরয় লর্ড রিপনের এক ভাগিনেয় একদিন লন্ডনে তাহার গৃহে এক মজলিসে চা-পানের জন্য আমাকে

নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, এই আসরে তিনি এমন একজন মহান ভারতীয় স্বামীজীর (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর) সহিত আমার সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিবেন, যিনি আমার অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান দিতে পারিবেন।

সেইদিন আমি উক্ত মজলিসে যোগদান করিয়া যে সন্ন্যাসী-প্রবরের দর্শন পাইলাম, তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই পরবর্তী কালে আমার গুরু (নিবেদিতা ইংরেজীতে ‘গুরু’ শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছেন)। তাঁহার শিক্ষাই অবিশ্বাসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ক্ষত-বিক্ষত আমার চিত্তে, এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রথম সাক্ষাতের সেই পরম মুহূর্ত হইতে তাঁহার সান্নিধ্যে আমার গভীর অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতে থাকে। তাঁহার উপদেশাবলীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল।

একদিন তিনি আমাকে বলিলেনঃ মার্গারেট, তুমি ভারতবর্ষের যোগিগণের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁহাদের লীলাভূমি ভারতবর্ষেই গমন কর। তাঁহাদের সাধনা-লব্ধ সত্য উপলব্ধির জন্য উহার আপন পরিবেশেই নিজেকে সাধনায় নিযুক্ত কর।”

তাঁহার (স্বামীজীর) এই উপদেশ আপ্তবাক্যের মতো আমার মনে হইল। অবশেষে আমার প্রত্যয় হইল যে, আজ আমার এমন চৈতন্য লাভ হইল, যাহার উপর আমি অবিচল চিত্তে চির-নির্ভরশীল থাকিতে পারিব। এবং আরো প্রত্যয় হইল যে, উহাই আমাকে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সাধনমার্গে লইয়া যাইবে — যে পর্যন্ত না আমার মুক্তি লাভ হয়। আপনারা যদি এই বিষয়ে আরো অবহিত হইতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে আমি সানন্দে বলিব।

উৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে তখন তিনি ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেনঃ জগতের সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুমহান ধর্মের জন্মদাত্রীরূপে আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। এখানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সমুন্নত পর্বতশ্রেণী - হিমালয় বিরাজমান। ভারতবর্ষই সেই দেশ, যেখানে একাধারে শান্ত্যাবের আধার তরঙ্গায়িত পর্বতশ্রেণী-

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। এই সেই দেশ, যেখানে গৃহস্থালী সরলতায় ভরা এবং যেখানে গৃহের আনন্দ সর্বাপেক্ষা বেশি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সেই দেশ, যেখানে জীজাতি নিঃস্বার্থ ও অনলসভাবে প্রতিদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংসারে তাহাদের প্রিয়জনের সেবায় দ্বিধাহীন চিন্তে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই দেশেই পরিবারের অভিভাবকবৃন্দ—মাতা-পিতা, পিতামহ বা বৃদ্ধা মাতামহী পঠন-পাঠন এবং জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা-লব্ধ দূরদর্শিতাপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা - আত্মসুখ নহে, নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ অনুসরণ করিয়া সংসারধর্ম পালন করিয়া থাকেন। এই নিঃস্বার্থপরতা ভারতীয় নারীকে নারীত্বের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তাই বলিতেছি — হে আমার প্রিয় ভগিনীবৃন্দ! আপনাদের সকলকে আমি আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়াছি। আপনাদের সকলকেই আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা পাশ্চাত্যের সাহিত্য পঠন-পাঠনের পূর্বে আপনাদের প্রাচ্যের মহান সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করুন। প্রাচ্যের সাহিত্য আপনাদের হৃদয় উন্নত করিবে। তাই অনুরোধ করি, উহাতে আপনারা একনিষ্ঠ থাকুন। আপনাদের পারিবারিক জীবনে সরলতা এবং বিনম্রভাবে কিছুতেই বিসর্জন দিবেন না। উহার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রাখুন। আপনাদের পারিবারিক জীবনাদর্শের পবিত্রতা প্রাচীনকালে যেমন অমলিন ছিল এবং বর্তমান সময়েও যাহা অনাড়ম্বরপূর্ণ গৃহে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার গুচিতা রক্ষা করুন।

পাশ্চাত্যের আধুনিক ‘ফ্যাশন’ ও বাহাডম্বর-সমূহের আকর্ষণে এবং তথাকথিত আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা যেন কিছুতেই আপনাদের সমাজের ভক্তিবিনম্র ভাব ও পারিবারিক জীবনের প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক ধ্বংস না করে। যে সার্থক সামাজিক প্রথায় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠগণ গভীর মমত্ববোধ, সমপ্রাণতা ও দূরদৃষ্টির সহায়ে পরিবারস্থ সকলের মঙ্গলের জন্য কর্তব্য করিয়া থাকেন, যে সমাজপ্রথায় পরিবারের কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠদের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা, কর্তব্যবোধ, ও মমত্ববোধ দ্বারা চালিত হইতে শিক্ষা লাভ

করে, সেই সমাজব্যবস্থাকে কিছুতেই পাশ্চাত্যের বাহাডম্বর আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার মোহে বিসর্জন দিবেন না।

এই আবেদন আমি শুধু আমার হিন্দু ভগিনীগণের উদ্দেশ্যেই করিতেছি না, আমার এই আবেদন আমার ইসলাম বা অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বী নারীসমাজের উদ্দেশ্যেও করিতেছি। কারণ আমরা সকলেই একই ভারতমাতার কন্যা। আর এই ভারতবর্ষেই আমি আমার পরম শ্রদ্ধাজন গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের আরদ্ধ কার্যের জন্য আত্ম-নিবেদিতা। (যুগাদিশারী বিবেকানন্দ পুস্তক থেকে গৃহীত)

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

* যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে ‘পৃথুভূমি’ নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে — যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে — যেখানে ঈশ্বরভিমুখী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে — যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শাস্ত্যভাব প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে — যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি — এই ভারতবর্ষ।

* আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, কারণ ইহা ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিত্যা’ — এই উপদেশ দিয়া থাকে; আমাদের ধর্ম বলে — ‘কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য’; তোমরা যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন, সবই ক্ষণিক, এমনকি জীবনধারণেই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র; এই জন্যই আমাদের ধর্ম সত্য। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম — কারণ সর্বোপরি ইহা ত্যাগ শিক্ষা দেয়।

শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দন্ডায়মান হইয়া এই সত্য ধর্ম আমাদের মহাজ্ঞানী প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের তুলনায় যাহারা সেদিনের শিশুমাত্র, সেই-সকল জাতির নিকট সুদৃঢ় অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া থাকে: বালক! তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী, বিনাশই উহার পরিণাম।

এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্মলাভের উপায়। ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, মুক্তির সোপান—ভোগ আমাদের লক্ষ্য নহে। এই জন্য আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম।

* জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য

নষ্ট হয়ে যায়, দিব্যরাত্রি বলা, 'তুমি আমার পিতা', মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই নাই। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।' ধন চলে যায়, সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়, জীবন দ্রুত গতিতে চলে যায়, শক্তি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে।

যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই—তুমি যে জড় নও তার একমাত্র প্রমাণ।

শীতে বাড়ছে স্ট্রোক, অ্যাটাক

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে লক্ষ্মীয় ভাবে। রাতের পারা ঘোরাফেরা করছে ১৪-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। আর তাতেই বেড়েছে বিপত্তি। কমবেশি সব হাসপাতালের ইমার্জেন্সিই এখন হার্ট অ্যাটাক আর ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্তদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। চিকিৎসকরা দায়ী করছেন ঝুপ করে শীতটা জাঁকিয়ে পড়াকেই।

কেন এমনটা মনে করছেন তাঁরা?

ডাক্তারবাবুদের অভিজ্ঞতা বলছে, তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির নীচে গেলেই এমন কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন হয় যে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটে। তাই পারা নামতেই তার প্রভাবে সুগার-প্রেসার কোলেস্টেরলের রোগীদের রক্তচাপ আচমকা বেড়ে গিয়েছে।

ঠান্ডায় কেন বাড়ে,

হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক

১. রক্তচাপ বৃদ্ধি ২. রক্তবাহিকা সংকোচন ৩. ঘাম না হওয়া ৪. ভিটামিন ডি কম তৈরি হওয়া ৫. কার্যিক শ্রম কমায় ক্যালরি ক্ষয় কম হওয়া ৬. খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম ৭. বায়ুদূষণ বৃদ্ধি।

কী করে বুঝবেন,

করণীয়ই বা কী? হার্ট অ্যাটাক

বুকে মারাত্মক যন্ত্রণা, বুকের মাঝে চাপ চাপ ভাব, যন্ত্রণা পিঠ কিংবা চোয়াল অথবা হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া, শ্বাস নিতে সমস্যা ও প্রবল ভাবে ঘামা, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, জ্ঞান হারানো ইত্যাদির মধ্যে যে কোনও দুটো ব্যাপার এক সঙ্গে হলেই বুঝতে হবে, সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। রোগীকে ৩৫০ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাইয়ে ও জিভের নীচে নাইট্রোট গোটের ট্যাবলেট রেখ না-শুইয়ে আরামদায়ক অবস্থায় হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব হার্টের চিকিৎসার উপযোগী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি।

ব্রেন স্ট্রোক

মাথায় আচমকা যন্ত্রণা, হঠাৎ মাথা ঘোরার সঙ্গে বমি কিংবা গা শুলানো, মুখ-সহ শরীরের একাংশের অসাড় ভাব, জিভ ও কথা জড়িয়ে যাওয়া, মুখ বেঁকে যাওয়া জ্ঞান হারানো ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি বা দু'টি দেখা গেলেই ব্রেন স্ট্রোক বলে সন্দেহ করতে হবে। অবিলম্বে সিটি স্ক্যানের সুবিধাযুক্ত বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে রোগীকে।

আমাদের জীবনপঞ্জী

মৃণাল দত্ত

মানুষের কণ্ঠে আছে মহাজীবনের গান
প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা
নীড় বেঁধেছে নদীতীরে
টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস হোয়াংহো আর
সিন্ধু নদের পলিমাটির নরম উপত্যাকায়
আদিম সারল্যে ভরা জীবনে
প্রকৃতি দিয়েছে ক্ষুধার অন্ন

দিয়েছে গুহার নিরাপত্তা, উষ্ণ আশ্রয়
হিংসা দ্বৈতহীন পাপশূন্য সেসব জীবন ছিল আলোময়।
সেই আদিম সময়ে হয়তো বা
পিঁপড়ের কাছ থেকে মৌমাছির কাছ থেকে
ক্রমশ শিখছে সে সঞ্চয়ের ব্যাকরণ
বাবুই বাসা থেকে হয়তো শিখেছে সে
গৃহ নির্মাণের কৃৎ কৌশল ...
সময়ের গোপন নেশায় জন্ম নেয়
সম্পত্তির ব্যক্তি উদ্ভাস।

ভেঙ্গে পড়ে সমষ্টির আনন্দ নিকেতন।
মরু বালুচরে পড়ে থাকে সাম্যের অমল নিশান।
ইতিহাসের বাকি বাকি তাই যুদ্ধ হত্যা
আর ধর্মের নামে উদ্ভাদ হিংসা। মানুষ ক্রমশ ক্লান্ত হয়।
আকাশের কাছ থেকে বাতাসের কাছ থেকে নদীর কাছ থেকে
ফিরে পেতে চায় সাম্যের আদি মন্ত্র
সংগ্রাম জারি থাকে তাই।
রণজয়ী মানুষ আশা রাখে পবিত্র মানব জীবন।
আবারো গাইবে জীবনের গান সাম্যে ঐক্য বন্দিত হবে
প্রীতিময় ভালোবাসা।

২০১৭ এর নোবেলজয়ী

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন জেফ্রি সি হল,
মাইকেল রসব্যাশ ও মাইকেল ডরিউ ইয়ং। আমেরিকার
এই তিন প্রজননবিদ বায়োলজিক্যাল ক্লক বিষয়ে বহু অজানা
তথ্য মানুষের সামনে নিয়ে এসেছেন।

পদার্থবিদ রেইনার উইস, কিপথর্ন ও ব্যারি বারিশ
নোবেল পুরস্কার পেলেন পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার
জন্য। এই তিন মার্কিন বিজ্ঞানী প্রথমবার মাধ্যাকর্ষণীয়
তরঙ্গকে চিহ্নিত করেছেন ২০১৬ সালে।

রসায়নে এ বছর নোবেলজয়ী হলেন তিন বিজ্ঞানী
— সুইৎজারল্যান্ডের জ্যাক ডাবোশে, আমেরিকার
জোয়াকিম ফ্র্যাঙ্ক এবং ব্রিটেনের রিচার্ড হেন্ডারসন। এই
তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের নাম হল 'ক্রায়ো ইলেকট্রন
মাইক্রোস্কপি'। সাহিত্যে নোবেলজয়ী হলেন কাজুও
হিশিতরো। ব্রিটিশ এই ঔপন্যাসিক জন্মসূত্রে জাপানি হলেও
শৈশব থেকেই তিনি ব্রিটেনে বসবাস করছেন অধ্যাপক।

অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী হলেন অধ্যাপক
রিচার্ড এইচ থেলার। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিশিষ্ট অধ্যাপক।

শান্তি পুরস্কার — শান্তি বিষয়ে নোবেল
প্রাপক 'আইক্যান' নামের এক সংস্থা। পুরো নাম
ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন টু অ্যাবলিশ নিউক্লিয়ার
ওয়েপনস'। সংস্থাটি পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার
করছে। 'আইক্যান' এর সূত্রপাত অস্ট্রেলিয়ার।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

৯০/১, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৫

(রংকল মোড়ের নিকট)

পরিচালনা :

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস্
রিসার্চ এন্ড রিহাবিলিটেশন সেন্টার

এখানে স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি,
আকুপাচার, ইসিজি, প্রেসার পরীক্ষা সহ অভিজ্ঞ
ডাক্তারদের মাধ্যমে (এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি)
ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া হয়।

রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ১০টা
থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

আগামী ২১ জানুয়ারী, ২০১৮ রবিবার
সকাল ১১টায় পিপলস রিলিফ কমিটির সহায়তায়
উক্ত ক্লিনিকে এক মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।

ক্যাম্প বিনামূল্যে রক্তপরিীক্ষা এবং প্রেসার
পরীক্ষা সহ অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে (এ্যালোপ্যাথি,
হোমিওপ্যাথি) ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া হবে।
প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপি, আকুপাচার এবং ইসিজি
করা হবে। বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হবে।
উক্ত ক্যাম্প সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য
সকল সদস্য ও সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্য
ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ,

আশা করি সবাই কুশলে আছেন। ২০১৭কে বিদায় জানিয়ে সকলকে শুভ নববর্ষের (২০১৮) প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

গত ৩৬৫ দিন ধরে আমরা ভোগ করেছি বিমূঢ়াকরণজনিত যাতনা। পেয়েছি জি.এস.টি. এর আঘাত। আর পেয়েছি স্বল্প স্বল্পে সুদের হার হ্রাসের মত আঘাত। পেয়েছি 'আছে দিন'।

প্রবীণদের প্রতি নানাপ্রকার নির্যাতনের খবর আমরা প্রায়ই পাই সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে। কিন্তু সরকারী প্রশাসনের খুব একটা হেলদোল নেই। প্রবীণদের স্বার্থ সংক্রান্ত আইনগুলির কোন প্রচারের ব্যবস্থা নাই। রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত রাজ্য প্রবীণ নীতি প্রণয়ন করতে পারল না। যা নাকি অবিলম্বে প্রয়োজন। বন্ধুগণ, আমাদের এই বিষয়গুলির বাস্তবায়নের জন্য একজোট হতে হবে।

২০১৭-তে স্বদেশ ও বিদেশের অনেক গন্যমান্যজনকে আমরা হারিয়েছি, হারিয়েছি আমাদের সংস্থার অনেক সদস্যকে। তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

২০১৮ সাল সবার জীবনে সুস্থ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। আসুন সবাই মিলে ভাল থাকি।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি :-

সংস্থার সদস্যদের বিনোদনের লক্ষ্যে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ (বুধবার) নলবন-১-এ পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। ইচ্ছুক সদস্যদের আগামী ২০শে জানুয়ারী, ২০১৮ এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
ধন্যবাদান্তে -

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	৪,১৫৩২১.০০
১)	শ্রী প্রদীপ ঘোষ	৪৩/এ, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৮	১,০০০.০০
২)	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬/এ, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০২৬	২০০.০০
৩)	শ্রীমতি শীলা সরকার	২৬৭পি. এ শাহ রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৩১	১০০.০০
৪)	শ্রীমতি আভা বোস	সুবোধ পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৭০	১০০.০০
			মোট - ৪১৬৭২১.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in